সংবাদ

তারিখ ... SEP 13 2006 ...

পৃষ্ঠা ৫ কলাম ... ২

সাবেক উপাচার্যসহ ২০ সিন্ডিকেট সদস্যের দুর্নীতি

ভুয়া বিল ভাউচারে ২ বছরে পবিপ্রবির প্রায় ১৫ কোটি টাকা আত্মসাৎ

উজ্জ্বল দাস রিমন, দুমকি (পটুয়াখালী)

পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য প্রফেসর ড. মু. ওয়াহিদ-উজ্জামানসহ ২০ সদস্যের সিন্ডিকেট গত দু'বছরের প্রায় ১৫ কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছে। উন্নয়ন ও রাজস্ব খাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বরাদ্দকৃত সরকারি অর্থ বিধি-বহির্ভূত টেন্ডার, পার্সেস কমিট ও বিশেষ বিশেষ সময়ে কেনাকাটা, পরিবহন মেরামত, ফুয়েল, যন্ত্রাংশ ক্রয়, টেক্সটাইল সামগ্রী, স্টেশনারিজ, লেডিস ক্লাবের আসবাবপত্র ক্রয়, অফিস আপ্যায়ন, ফেরি ভাড়া, অগ্রিম নেয়া, বাস ভবন ভাউচার, অফিস ভাড়া, ল্যাব নির্মাণ, কেন্দ্রীয় গবেষণাগার, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, ৫টি ফোন ভাউচার, লিয়াজোঁ অফিস ভাউচার, বিভিন্ন হল ভাউচার, রাসায়নিক দ্রব্যাদি ক্রয়, পিজিডি ইন আইসিটির জন্য কম্পিউটার ক্রয়সহ অসংখ্য ভুয়া ভাউচারে ভিসি, পিএস, কিছু শিক্ষক, পিএ, পিয়ন, গার্ড, ড্রাইভারসহ ২০ সদস্যের সিন্ডিকেটভুক্ত সদস্যরা রেসিও অনুপাতে আত্মসাৎকৃত অর্থ ভাগাভাগি করে নিয়েছে। অনিয়ম-দুর্নীতি, সরকারি অর্থ অপচয় ও আত্মসাতের অভিযোগ প্রাথমিক পর্যায়ে প্রমাণিত হওয়ার কারণেই আকস্মিকভাবে উপাচার্যকে সরকার অব্যাহতি দিয়েছে। এসব তথ্য সংশ্লিষ্ট নির্ভরযোগ্য সূত্রের।

সূত্রটি জানায়, ভিসি ড. ওয়াহিদ-উজ্জামান, উপ-রেজি. কবিরুল ইসলাম, পিএ সফিকুল ইসলাম, ডিন ড. সুলতান আহম্মেদ পিজিডি ইন আইসিটি কোর্সের ড. রবিউল হক ফিটু, ফারুকী আজম, পিএস তারেকুল ইসলাম, হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা জসিম উদ্দিন, মো. রফিকুল ইসলাম, ড্রাইভার সেলিম, হামিদুর রহমান, বদিউজ্জামান, শামসুল হক, স্বদেশ শ্যামন্ত, আ. মোতালেব খান, শাখাওয়াত হোসেন, এমরান হোসেন, আ. রাজ্জাক, অনিল কুমারসহ ২০ সদস্যের সিন্ডিকেট নামে-বেনামে ভুয়া প্রকল্পের বিল দেখিয়ে মালামাল ক্রয় না করেই বিগত দু'বছরে প্রকল্পের বিভিন্ন সময়ে অর্থ আত্মসাৎ করে। সূত্রটি জানায়, উপাচার্য ড. জামান ১০ কোটি, কবিরুল ইসলাম মজুমদার ২ কোটি, সফিকুল ইসলামসহ অন্যরা ৩ কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছেন। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩টি একাউন্ট ও সৃজনী বিদ্যা নিকেতনের ২টি ব্যাংক একাউন্ট শূন্য রয়েছে। অভিযোগে জানা যায়, সাবেক উপাচার্য ড. জামান ২০০৪ সালের ৪ মে পবিপ্রবিতে যোগদান করে ২০০৬ সালের ১৭ আগস্ট পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেছেন। দু'বছরে মন্ত্রণালয়, মঞ্জুরি কমিশন ও বিশ্ববিদ্যালয় আইনের তোয়াক্কা না করে মনগড়া বিধানে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম পরিচালনা করেন। আর্থিক অনিয়ম-দুর্নীতির মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা লোপাটের ঘটনা প্রকাশিত হলে অডিট আপত্তির মুখে মঞ্জুরি কমিশন বিশ্ববিদ্যালয় বাজেটের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ কিস্তির অর্থ আটকে দিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন খাত বদল করে বিভিন্ন একাউন্টের সমুদয় অর্থ সিন্ডিকেট চক্র কৌশলে হাতিয়ে নেয়। একাডেমিক, প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যয় নির্বাহে সীমাহীন দুর্নীতির প্রতিবাদ করায় ভিসি ট্রেজার দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়। উন্নয়ন ও রাজ খাতের কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ অপচয়ের বিষয়টি স্পষ্ট হওয়ার প আকস্মিকভাবে সরকার ড. জামানে অব্যাহতি দিলে আত্মসাৎকারী চক্রে অন্যতম হোতা কবিরুল ইসলাম মজুমদা সফিকুল ইসলাম, তারিকুল ইসলাম, রফি ও সেলিম গা-ঢাকা দিয়েছে। জানা গে কবিরুল ইসলাম গোপনে যুক্তরাষ্ট্রে পা দেয়ার চেষ্টা করছেন।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব শাখা সূ জানায়, সাবেক ভিসির সময়কালে ব্যা সরকারি ব্যয় ভাউচারে সীমাহীন গরমি রয়েছে। আংশিক ভাউচার নম্বর- ২৫ ৩১০, ১৭১, ২০৯, ৭৭০, ৭৬৮, ২৫ ২৫৯, ২৬০-এর মাধ্যমে ২০ সদস্যে সিন্ডিকেট নামে-বেনামে কোটি কোটি টা তুলে নিয়েছেন। উত্তোলিত অর্থের যথা প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রমাণ মেলেনি। এছাড় বড় ধরনের অনিয়ম-দুর্নীতি ও আত্মসাতে ঘটনা তদন্ত হলে ধরা পড়বে সংশ্লিষ্টমহলের ধারণা।